ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির
প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

গবেষণা সিরিজ-১৪

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০,০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৯
পঞ্চম সংস্করণ : জুন ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

ক্রিয়েটিভ ডট
৩১/১ পুরানা পল্টন, শরীফ কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১৮১১ ১২০২৯৩, ০১৭০১ ৩০৫৬১৫
ই-মেইল : creativedot8@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
২.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৬
৩.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪.	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
৫.	মূল বিষয়	২৫
৬.	আলোচ্য বিষয়ে প্রচলিত ধারণা	২৫
৭.	‘ঈমান’ ও ‘মু’মিন’-এর সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না	২৬
৮.	ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা	৩৪
৯.	মু’মিনের প্রকৃত সংজ্ঞা	৩৫
১০.	ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে নির্ধারণ করার কারণ	৩৬
১১.	আ’মল কবুল হওয়ার সাথে ঈমানের সম্পর্ক	৩৯
১২.	ঈমান না থাকলে আ’মল কবুল না হওয়ার কারণ	৩৯
১৩.	ঈমানের পরিধি ও মান বাড়া এবং কমা	৪০
১৪.	যে পরিমাণ আ’মল করলে মু’মিনের ঈমানের দাবি পূরণ হবে	৪৩
১৫.	ঈমান আনা, ঈমানের পরিধি ও মান বাড়ানো এবং আ’মলের সম্পর্কের চলমান চিত্র	৪৭
১৬.	মানের ভিত্তিতে মু’মিনের প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ ও তার পর্যালোচনা	৪৮
১৭.	মু’মিনের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ	৪৯
১৮.	বিভিন্ন বিভাগের মু’মিন সম্পর্কে কিছু তথ্য	৫০
১৯.	মু’মিন ও মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য	৫২
২০.	মু’মিন ও মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্যের বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার মূল উৎস ও তার পর্যালোচনা	৫৩
২১.	গুনাহ করার সাথে ঈমানের দুর্বলতার মাত্রার সম্পর্ক	৫৪
২২.	কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ	৫৫
২৩.	গুনাহগার মু’মিন ও কাফিরদের নেককার মু’মিন হওয়ার উপায়	৫৬
২৪.	ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যা করা যাবে	৫৭
২৫.	ঈমান ও আ’মলের ওপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেণিবিভক্তির চিত্ররূপ	৬১
২৬.	শেষ কথা	৬২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

ঈমান, মু'মিন, মুসলিম, কাফির ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পরিভাষা। প্রত্যেক মু'মিনের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের জন্য এ চারটি পরিভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, শ্রেণিবিভাগ, ঈমান আনা বাধ্যতামূলক করার কারণ ইত্যাদি জানা বিশেষভাবে দরকার। দুঃখের বিষয় এ চারটি পরিভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যের কারণে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা। মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বুঝের দুর্বলতার কারণে ঈমানের যথাযথ কল্যাণ না পেয়ে। আর অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ঈমানের ছায়াতলে আসার সহজ যে সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য রেখেছেন তা জানতে না পারার কারণে। পুস্তিকাটিতে ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির চারটি পরিভাষার বিভিন্ন দিক কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় বিষয়গুলো মানব সভ্যতার জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ৩০.০১.২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
৩০.০১.২০০৩ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের

তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে।

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** নামক পুস্তিকাটিতে।

পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, **عَقْلٌ**, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense—এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।
(আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় **'ইসম'** বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ,

ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩নং তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا, فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা **'ইলহাম'** নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(আল ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، 'مُسْنَدِهِ' فِيْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ ..... قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন -... ... ... এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ‘যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে’ অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির ‘যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন’ অংশ থেকে জানা যায়- মু’মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিতি শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে ‘বিজ্ঞান’ যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে

নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের

মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর **কিয়াস** হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও** Common sense **ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

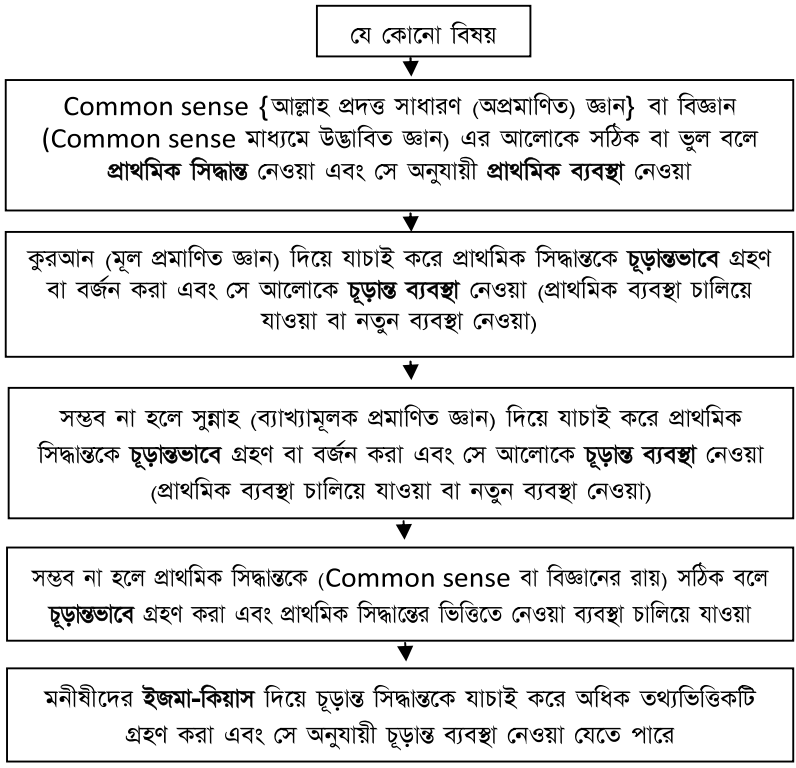

মূল বিষয়

ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির ইসলামী জীবন বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পরিভাষা। অধিকাংশ মুসলিমের ধারণা ও বাস্তব আ'মল দেখলে সহজেই বুঝা যায়, শব্দ চারটির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে তাদের ধারণা-বিশ্বাস আর ঐ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও Common sense-এর বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের আমলে এবং তাদের দুনিয়া ও পরকালে শান্তি প্রাপ্তির পথে। অন্যদিকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের জন্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া এবং জান্নাত পাওয়ার যে সহজ ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রেখেছেন তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আর এর চূড়ান্ত ফল হচ্ছে মানব সভ্যতার অশান্তি।

তাই মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ঐ চারটি বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

আলোচ্য বিষয়ে প্রচলিত ধারণা

ধারণা-১

'ঈমান'- এর প্রচলিত সংজ্ঞা হলো 'কালিমা তাইয়্যেবা'-

- মুখে উচ্চারণ করা
- মনে বিশ্বাস করা
- সে অনুযায়ী আ' মল করা।

- **اقرار باللسان** (ল লিসানইকরর বি)
- **تصديق بالجنان** (তাসদিক বিল জিনান)
- **عمل بالاركان** (আমল বিল আরকান)

আর প্রচলিত মতে মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে কালিমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করে, মনে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী আ'মল করে।
অর্থাৎ প্রচলিত মতে 'ঈমান' ও 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মলও অন্তর্ভুক্ত।

ধারণা-২

বর্তমানে অনেক মুসলিম মনে করেন আল্লাহর কাছে মুসলিমের চেয়ে অধিক প্রিয় হলো মু'মিন।

ধারণা-৩

প্রচলিত মতে মু'মিন, মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিনের মর্যাদার ঊর্ধ্বমাত্রাগত প্রবাহচিত্র হলো-

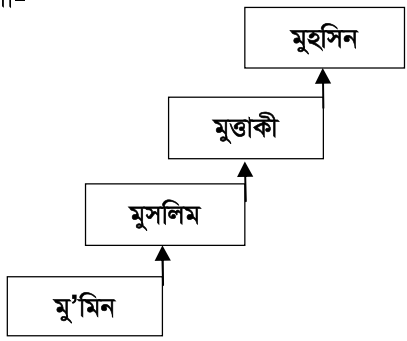

'ঈমান' ও 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

Common sense

আরবী 'ঈমান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'বিশ্বাস'। আর 'মু'মিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাসী ব্যক্তি। কোনো ব্যক্তি যখন বলে আমার বিশ্বাস আছে তখন সে প্রকৃতভাবে বলে আমার অমুক বিষয়টির বা জ্ঞানটির ব্যাপারে মনে বিশ্বাস আছে। অর্থাৎ Common sense অনুযায়ী বিশ্বাস হলো- জ্ঞান + (অন্তরে) বিশ্বাস।

জ্ঞান অনুপস্থিত থাকলে বিশ্বাসের বিষয়বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে তাই বিশ্বাস গঠিত হয় না। আর জ্ঞান আছে কিন্তু বিশ্বাস নেই এমন হলে ঐ জ্ঞান প্রয়োগ হয় না। তাই ঐ জ্ঞান কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

'বিশ্বাস' জিনিসটির মধ্যে আ'মল বা কাজ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি একটি বিষয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তবে তা তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে সে বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী আ'মল করতে হবে। আর আ'মলের উপস্থিতি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অন্তরে বিশ্বাসের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে।

অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি তার বিশ্বাসের দাবি বিরুদ্ধ আ'মল করতে বাধ্য হয় তবে তার মনে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে। আর ঐ অনুশোচনা ও তার গভীরতা ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাসের উপস্থিতি এবং গভীরতার প্রমাণ বহন করবে।

আবার যদি দেখা যায়, ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশিমনে বা অনুশোচনা বিহীনভাবে তার বিশ্বাসের দাবী বিরোধী কাজ করছে তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, সে ব্যক্তি ঐ বিশ্বাসের বিষয়টিকে অন্তরে লালন করে না।

'বিশ্বাস আনা' এবং 'আ'মল করা' বিষয় দু'টির মধ্যে 'বিশ্বাস আনা' বিষয়টি আগে এবং 'আ'মল করা' বিষয়টি পরে ঘটবে।

♣♣ তাহলে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা (পৃষ্ঠা নং ২৪) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের **প্রাথমিক রায়** হলো-

১. 'ঈমান' হলো জ্ঞান + বিশ্বাস।
২. 'ঈমান' ও 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩. আ'মলের উপস্থিতি ও ধরন অন্তরে ঈমানের উপস্থিতি ও তার গভীরতার প্রমাণ বহন করে।
৪. 'ঈমান'- এর কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আ'মল করতে হবে।
৫. ঈমান আনা কাজটি আগে এবং আ'মল করা বিষয়টি পরে সংঘটিত হবে।
৬. আ'মল ছাড়তে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর ঐ অনুশোচনার উপস্থিতি ও মাত্রা অন্তরে ঈমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে।
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশিমনে অনুশোচনা বিহীনভাবে ঈমানের দাবী বিরোধী কাজ করা অন্তরে ঈমান থাকা বা না থাকার প্রমাণ।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অনুবাদ : কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

(সূরা আল আসর / ১০৪ : ১-৪)

তথ্য-১.২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(সূরা আল বাকারাহ / ২ : ২৭৭)

তথ্য-১.৩

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

অনুবাদ : কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

(সূরা আত ত্বীন/৯৫ : ৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল কুরআনের এ ধরনের অনেক আয়াতে 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহ' (সৎকাজ/আ'মল) কথা দু'টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত থাকলে 'আমলে সালেহ' কথাটি মহান আল্লাহ অবশ্যই আলাদাভাবে বলতেন না। তা বললে, আরবী জ্ঞান না থাকা অনেক অনারব মুসলিম যেমন 'শবে (রাত) কদরের রাত' বলেন তেমন বলা হয়ে যেতো।

তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- ঈমান এবং আ'মল দুটি ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ 'ঈমান'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হবে (নির্দিষ্ট কোন) জ্ঞান + বিশ্বাস। এ সকল আয়াত থেকে আরো বুঝা যায়, প্রতিদান (পুরস্কার, কল্যাণ, লাভ) পেতে হলে বা ক্ষতি এড়াতে হলে ঈমান এবং আ'মল উভয়টি থাকতে হবে।

তথ্য-২

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

অনুবাদ : তারা কি (ঈমান আনার ব্যাপারে) শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি **অথবা** ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো নেকী অর্জন করেনি (সৎকাজ করার মাধ্যমে); বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সূরা আল আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়- ঈমান আনার পর ঈমানের দাবি অনুযায়ী আ'মল না করে মৃত্যুবরণ করলে সে ঈমানের কোনো কল্যাণ (মূল্য) পাওয়া যাবে না। তাই এখান থেকেও বুঝা যায় 'ঈমান' ও 'আ'মল' দুটি ভিন্ন বিষয় এবং 'ঈমান'-এর কল্যাণ পেতে হলে আ'মল অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-৩.১

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

অনুবাদ : যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন তার (পরকালে) জুলুম বা হক নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নাই।

(সূরা ত্বাহা/২০ : ১১২)

তথ্য-৩.২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অনুবাদ : পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং (পরকালে) তার উত্তম কাজের জন্যে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৯৭)

তথ্য-৩.৩

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ

অনুবাদ : অতঃপর যে সৎকাজ করবে এবং মু'মিন হবে তার কোনো প্রচেষ্টাই (কাজই) অস্বীকার করা হবে না।

(সূরা আল আম্বিয়া/২১ : ৯৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াতে 'মু'মিন' ও 'আ'মলে সালেহ' (সৎকাজ/আ'মল) কথা দু'টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত থাকলে 'আ'মলে সালেহ' কথাটি মহান আল্লাহ অবশ্যই আলাদাভাবে বলতেন না।

তাই এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায়, 'মু'মিন' এবং 'আ'মল' দু'টি ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত হবে না। আয়াতসমূহ থেকে আরো জানা যায়- ঈমান আনা বিষয়টির অবস্থান আ'মল করা বিষয়টির পূর্বে।

তথ্য-৪.১

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ .

অনুবাদ : মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে (আ'মলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে (ঈমান আনার ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে (ঈমান আনার ব্যাপারে) মিথ্যেবাদী।

(সূরা আল আনকাবুত/২৯ : ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়, ঈমানের ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিকে (মু'মিনকে) ঈমানের দাবি অনুযায়ী আ'মল করে প্রমাণ করতে হবে যে তার ঘোষণাটি সত্য। তাই এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে- আ'মল ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। আ'মল হলো অন্তরে ঈমান থাকা (ও তার গভীরতার) প্রমাণ।

তথ্য-৪.২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .

অনুবাদ: নিশ্চয় তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ (আ'মল) করে; তারাই (ঈমানের ঘোষণার ব্যাপারে) সত্যবাদী।

(সূরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান যে রকম আ'মল দাবি করে তার একটি হলো জিহাদ। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে ঈমানের ঘোষণাটি যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য ঈমানের ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিকে (মু'মিনকে) দু'টি কাজ করতে হবে-

১. ঘোষণাটি সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ করতে পারবে না।

২. ঘোষণাটির দাবি অনুযায়ী আ'মল করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের অনেক আয়াত থেকে জানা যায়- 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত নয়। আ'মল হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

তথ্য-৫

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে বাধ্য করা হয় (তাই অনুশোচনাসহ অমান্য করে) কিন্তু তার অন্তর থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার অন্তর উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশিমনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে- বাধ্য হয়ে অন্তরে অনুশোচনাসহ কেউ কুরআনের বিষয় অমান্য করলে তার কোনো অপরাধ ধরা হয় না (যদি তার বাধ্য-বাধ্যকতা ও অনুশোচনার পরিমাণ অমান্য করা বিষয়টির গুরুত্বের সমান হয়)। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে তথা অনুশোচনা ছাড়া অমান্য করে তবে তার বড় গুনাহ হবে। তাই তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তাই, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়- বাধ্য-বাধকতার জন্যে কেউ যদি অনুশোচনাসহ ঈমানের দাবিকৃত আ'মল না করে তবে তার অন্তরে ঈমান আছে ধরা হয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায় ঈমান, মু'মিন ও আ'মলের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঈমান, মু'মিন ও আ'মলের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের **চূড়ান্ত রায়** হবে-

১. 'ঈমান' হলো জ্ঞান + বিশ্বাস।
২. 'ঈমান' ও 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩. আ'মলের উপস্থিতি ও ধরন অন্তরে ঈমানের উপস্থিতি ও তার গভীরতার প্রমাণ বহন করে।
৪. 'ঈমান'-এর কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আ'মল থাকতে হবে।
৫. ঈমান আনা কাজটি আগে এবং আ'মল করা বিষয়টি পরে সংঘটিত হবে।
৬. আ'মল ছাড়তে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর ঐ অনুশোচনার উপস্থিতি ও মাত্রা অন্তরে ঈমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে।
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশিমনে বা অনুশোচনা ছাড়া ঈমানের দাবী বিরোধী কাজ করা অন্তরে ঈমান না থাকার প্রমাণ।

চূড়ান্ত রায়টির সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ . قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ .

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (স.) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে জিবরাইল (আ.) এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কী? তিনি বললেন, ঈমান হলো- আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর সঙ্গে (কিয়ামতের

দিন) সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, **ইসলাম কী?** তিনি বললেন, ইসলাম হলো- আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদানের সিয়ামব্রত পালন করবেন।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল-বুখারী, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, كِتَابُ الإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ (জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর রাসূল (স.)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন পরিচ্ছেদ), হাদিস নং ৫০, পৃ. ১৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদীস-২

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيّ ﷺ لَيْسَ الاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّيْ وَلاَ بِالتَّحَلِّيْ وَلَكِنَّيْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

অনুবাদ : আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন- মু'মিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মু'মিনের মতো অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং সেটা (সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস) হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৪)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সরাসরি আ'মলকে অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে আ'মল অন্তর্ভুক্ত নয়। আ'মল হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

হাদীস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِيْنَ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন (প্রমাণ) তিনটি, সে যখন কথা বলে মিথ্যে বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে মিথ্যে বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং খিয়ানাত করাকে মুনাফিকের প্রমাণ বলা হয়েছে। তাহলে হাদীসখানি অনুযায়ী সত্য কথা বলা, ওয়াদা রক্ষা করা এবং আমানাত রক্ষা করা ঈমানের নিদর্শন বা প্রমাণ।

ঈমান যে সকল আমল দাবী করে তার তিনটি হলো সত্য কথা বলা, ওয়াদা রক্ষা করা এবং আমানত রক্ষা করা। তাই হাদীসখানি অনুযায়ী আমলে সালেহ হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

হাদীস-৪

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অনুবাদ : আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দিয়ে তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন মন দিয়ে তা করে (মনে অনুশোচনা থাকে এবং মনে মনে অন্যায়টি প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করে)। আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোনো ঈমান নেই)।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

ব্যাখ্যা : অন্যায় প্রতিরোধ করা ঈমানের একটি দাবি। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়-

- ক্ষতির সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে আ'মল করা ব্যক্তি শক্তিশালী মু'মিন বলে গণ্য হবে।
- মনে অনুশোচনা ও পরিকল্পনাবিহীনভাবে আমল ছাড়া ব্যক্তি, মনে ঈমান না থাকা ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

'ঈমান'-এর প্রকৃত সংজ্ঞা

ইসলামে ঈমান নামক বিশ্বাসের জ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই, পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের আলোকে বলা যায়-

- ঈমান- এর সংজ্ঞা হবে, কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহ + মনে বিশ্বাস। অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর ব্যাখ্যাসহ অর্থকে মনে বিশ্বাস করা।
- কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহ না থাকলে ঈমানের জ্ঞানের বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে, তাই ঈমান গঠিত হবে না।
- কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহ আছে, কিন্তু তাতে বিশ্বাস নেই, এমন হলে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবি বাস্তবায়ন হবে না। তাই কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর কোনো কল্যাণ পাওয়া যাবে না।
- ঈমান বিষয়টির মধ্যে আ'মল বা কাজ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর শিক্ষাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তবে তা সে ব্যক্তির কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবি অনুযায়ী আ'মল এবং সে আ'মলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, মনে ঈমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করবে।
- একজন মু'মিন ব্যক্তি যদি কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবি বিরুদ্ধ আ'মল করতে বাধ্য হয়, তবে তার মনে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে। আর ঐ অনুশোচনা ও তার গভীরতা ব্যক্তির মনে ঈমানের উপস্থিতি এবং গভীরতার প্রমাণ বহন করবে।
- যদি দেখা যায়, ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশিমনে বা অনুশোচনাহীনভাবে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবী বিরুদ্ধ কাজ করছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, ব্যক্তিটি প্রকৃত অর্থে ঈমান আনেনি।
- ঈমান আনা এবং আ'মল করা বিষয় দু'টির মধ্যে ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং আ'মল করা বিষয়টি পরে ঘটবে।

মু'মিনের প্রকৃত সংজ্ঞা

ইসলামে মু'মিন বলা হয় সেই ব্যক্তিকে- যে ঈমান এনেছে। তাই, পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও Common sense- এর তথ্যের আলোকে বলা যায়-

- মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে- কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে তথা কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর ব্যাখ্যাসহ অর্থকে মনে বিশ্বাস করে এবং মুখে তার ঘোষণা দেয়।

- মনের বিশ্বাসটিই মূল। আর সেটিই আল্লাহর দেখার বিষয়।
- মুখের ঘোষণাটি অন্য মানুষের জানার জন্যে যে, ব্যক্তিটি ঈমান এনেছে। কারণ, না জানতে পারলে ব্যক্তিটিকে আইনগতভাবে মু'মিন ধরা এবং সে অনুযায়ী তার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।
- মু'মিন- এর সংজ্ঞার মধ্যে আ'মল বা কাজ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে কোনো মু'মিন যদি কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তবে তার কাজে তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।
- তাই কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবি অনুযায়ী আ'মল এবং সে আ'মলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, মু'মিনের মনে ঈমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করবে।
- একজন মু'মিন ব্যক্তি যদি কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবি বিরুদ্ধ আ'মল করতে বাধ্য হয়, তবে তার মনে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে। আর ঐ অনুশোচনা ও তার গভীরতা ব্যক্তির মনে ঈমানের উপস্থিতি এবং গভীরতার প্রমাণ বহন করবে।
- যদি দেখা যায় ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশিমনে বা অনুশোচনা ছাড়া কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর দাবী বিরুদ্ধ কাজ করছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, ব্যক্তি প্রকৃতভাবে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়, সে মুনাফিক।

ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে নির্ধারণ করার কারণ

আমরা জেনেছি, ঈমান এর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো- কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহ তথা কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করা। কালিমাটি ও তার সরল অর্থ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه.

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (এবং) মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল।

কালিমাটি কুরআনে একসাথে নেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশ আছে সূরা সাফফাতের ৩৫নং ও সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াতে। আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه অংশ আছে

সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতে। রাসূল (স.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে কুরআনের আয়াতের এ দু'টি অংশকে একত্রিত করে ঈমান এর ঘোষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে ঈমান আনা বলতে বুঝায়- পুরো কুরআনকে বিশ্বাস করা। এ বিষয়টি কুরআন জানিয়েছে এভাবে-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

অনুবাদ: তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

(সূরা আল বাকারাহ/২ : ৮৫)

অন্যদিকে কুরআন বলেছে রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর ওপর তথা সুন্নাহর ওপর ঈমান আনতে। তাই প্রকৃতপক্ষে, পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনা বলতে পুরো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ঈমান আনাকে বুঝায় ।

প্রশ্ন হলো- ইসলামে ঈমান আনা বলতে যদি পুরো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ঈমান আনা বুঝায়, তবে ঈমানের বিষয় হিসেবে কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহকে কেন নির্ধারণ করা হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো- পুরো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ঈমান আনতে হলে পুরো কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন আগে করতে হবে। পুরো কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া অনেকের পক্ষে হয়তো তা সম্ভবই হবে না। তাই ইসলাম এমন একটি বিষয়কে ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যা কুরআন ও সুন্নাহর সারসংক্ষেপ। সে বিষয়টি হলো- কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহ। বিষয়টি বুঝা যায়, কালিমা তাইয়্যেবা বা শাহাদাহর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে। ব্যাখ্যাটি হলো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অংশের ব্যাখ্যা :

মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্যে সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেওয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা আল্লাহ।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ অংশের ব্যাখ্যা :

ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স.)-কে কুরআন ও ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ (স.) সেগুলো মানুষকে জানিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। মুহাম্মাদ (স.) ঐগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হচ্ছে তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

ব্যাখ্যাটি থেকে সহজে বুঝা যায়- কালিমা তাইয়্যেবা ব্যাপক অর্থবোধক এবং কালিমাটি পুরো কুরআনের সারসংক্ষেপ।

অন্যদিকে, কালিমাটি যে ব্যাপক অর্থবোধক তা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ: তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উপমা দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উপমা হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে।

(সূরা আল আম্বিয়া/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে **প্রথমে** বলা হয়েছে- কালিমা তাইয়্যেবার মূল সুদৃঢ়। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কালিমা তাইয়্যেবার মূল তথা উৎপত্তিস্থল সুদৃঢ়। কারণ, সে উৎপত্তিস্থল হলো কুরআন ও সুন্নাহ, যার সকল তথ্য নির্ভুল।

অতঃপর বলা হয়েছে-

কালিমা তাইয়্যেবার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানানো হয়েছে- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আছে।

সবশেষে বলা হয়েছে-

প্রত্যেক মওসুমে উহা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানানো হয়েছে- কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যার শিক্ষা বিভিন্নভাবে মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে।

আ'মল কবুল হওয়ার সাথে ঈমানের সম্পর্ক

এ বিষয়ে আল কুরআনের বক্তব্য হলো-

তথ্য-১

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

অনুবাদ: যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন তার (পরকালে) জুলুম বা হক নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই।

(সূরা ত্বাহা/২০ : ১১২)

তথ্য-২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ: পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং (পরকালে) তার উত্তম কাজের জন্যে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৯৭)

তথ্য-৩

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ

অনুবাদ: অতঃপর যে সৎকাজ করবে এবং মু'মিন হবে তার কোনো প্রচেষ্টাই (কাজই) অস্বীকার করা হবে না।

(সূরা আম্বিয়া/২১ : ৯৪)

সম্মিলিত শিক্ষা: এ সকল এবং এ ধরনের আরো অনেক আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, ঈমান না থাকলে আ'মল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

ঈমান না থাকলে আ'মল কবুল না হওয়ার কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, ঈমান না থাকলে আ'মল কবুল হয় না। অহরহ এ প্রশ্নটি শুনা যায় বা মানুষের মনে উদয় হয় যে- একজন অমুসলিম তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মের ব্যক্তি, যে মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক ভালো কাজ করছে, সে শুধু ঈমান না থাকার জন্যে কেন বেহেশত পাবে না?

প্রত্যেক ঈমানদারের নিজের মনের প্রশান্তি ও অপরের প্রশ্নের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়ার জন্য বিষয়টি ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

ঈমান না থাকলে আমল কবুল না হওয়ার কারণসমূহ-

১. মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই, মানুষ যদি তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, পারলৌকিক ইত্যাদি তথ্য ও বিধি-বিধান তৈরি করে, তবে তাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে।

২. যারা ঈমান আনবে, তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে নির্ভুল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং তারা ঐ তথ্য ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করবে রাসূল (স.)-এর দেখিয়ে দেওয়া নির্ভুল পদ্ধতি অনুযায়ী। ফলে তাদের জীবন সকল দিক দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

৩. যারা ঈমান আনবে না, তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে এমন সব উৎস থেকে যাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ফলে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে শতভাগ ব্যর্থ হবে। কারণ কোনো বিষয়ে মৌলিক একটিও ভুল থাকলে ঐ বিষয়টি শতভাগ (১০০%) ব্যর্থ হয়। এটি আল্লাহর নিজের তৈরি একটি প্রাকৃতিক আইন (Natural law)।

ঈমানের পরিধি ও মান বাড়া এবং কমা

Common sense

ঈমান হলো- জ্ঞান + মনে বিশ্বাস। তাই, Common sense অনুযায়ী সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিধি বাড়লে ঈমানের পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিধি বাড়লে ঈমানের পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে। যেটি বাড়তে পারে সেটি অবশ্যই কমতে পারে।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ...

অনুবাদ: নিশ্চয় মু'মিন তারাই যাদের মন আল্লাহর স্মরণে কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত (কুরআনের আয়াত) তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান (পরিধি ও মান) বৃদ্ধি পায় ... ...

(সূরা আল আনফাল/৮ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে বলা হয়েছে মু'মিনের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তা শুনে তাদের ঈমানের পরিধি ও মাত্রা বেড়ে যায়। কুরআন তিলাওয়াত শুনলে কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার কুরআন পড়লেও কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বলা যায়- কুরআন তিলাওয়াত করলে তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে ঈমানের পরিধি ও মান বাড়বে। যেটি বাড়তে পারে সেটি অবশ্যই কমতে পারে।

তথ্য-২

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ: আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখোনা?

(সূরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াতদু'খানির শিক্ষা এটি নয় যে- শুধু দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে। কারণ, দৃঢ়বিশ্বাসী, দুর্বল বিশ্বাসী এমনকি অবিশ্বাসীদের জন্যও ঐ দুই স্থানে শিক্ষা রয়েছে। তাই, আয়াতদু'খানির শিক্ষা হবে- দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে।

২১ নং আয়াতে থাকা 'তোমরা কি দেখোনা?' কথাটির মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানব শরীরের ভেতরে থাকা বিষয়সমূহ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতীতে 'দেখা' বলতে বোঝাতো শুধু খালি চোখে দেখা। কিন্তু বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায় খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা।

এ আয়াত দু'খানি অনুযায়ীও নিশ্চিতভাবে বলা যায়- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর এবং শরীরের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক বিষয় দেখলে ঈমানের পরিধি ও মান বাড়বে।

তথ্য-৩

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়কে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সঠিক শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(সূরা আল হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানির ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা জানলে ঈমানের পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে।

♣♣ তাহলে দেখা যায় ঈমানের পরিধি ও মান বাড়া সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করলে ঈমানের পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে। যে জিনিসটি বাড়তে পারে তা অবশ্যই কমতে পারে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী সুন্নাহ (হাদীস)

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ .....وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، .....

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* হারেস (রা.) বলেন- আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন- আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যে তথ্য (মিথ্যে হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন ... ... **তা (কুরআন) দিয়ে আলেমদের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না... ... ...**

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানির 'তা (কুরআন) দিয়ে **আলেমদের আকাঙ্ক্ষা মেটে** না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না' অংশ থেকে জানা যায় কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে ঈমানের পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে।

যে পরিমাণ আ'মল করলে মু'মিনের ঈমানের দাবি পূরণ হবে

Common sense

নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে না জানতে পারার দরুন, যে ব্যক্তি একটি নিষিদ্ধ কাজ করেছে তাকে সে জন্য পাকড়াও করা Common sense বিরোধী কাজ।

তাই, নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে তথা মুসলিম পরিবারের নিরক্ষর মু'মিন বা অমুসলিম পরিবারের গোপন মু'মিন ব্যক্তি না জানতে পারার দরুন কুরআন ও সুন্নাহ নিষিদ্ধ কাজ করেছে, তাকে সে জন্য পাকড়াও করাকে Common sense সমর্থন করে না।

আর তাই, Common sense অনুযায়ী, নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি একজন মু'মিন বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি, সেটি পালন করা তার ঈমানের দাবির বাইরে থাকবে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্যকোন বাস্তব কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি একজন মু'মিন বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি সেটি পালন করা তার ঈমানের দাবির বাইরে থাকবে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

(সূরা আল বাকারাহ/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী মুমিনকে পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনতে হবে। তা না হলে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী মু'মিনকে পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনতে হবে।

ঈমান হলো- জ্ঞান + মনে বিশ্বাস। আর আ'মল হলো- মনে ঈমান থাকার প্রমাণ। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী মু'মিনকে ঈমানের দাবি পূরণ করার জন্য পুরো কুরআন জানতে ও মানতে হবে।

তথ্য-১.২

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

অনুবাদ: রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

(সূরা আল হাশর/৫৯ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি অনুযায়ী, মু'মিনকে ঈমানের দাবি পূরণ করতে হলে- সকল সুন্নাহ জানতে ও মানতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ দু'খানিসহ আরো আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- মু'মিনকে ঈমানের দাবি পূরণ করার জন্য পুরো কুরআন ও সুন্নাহ জানতে ও মানতে হবে।

তথ্য-২.১

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতন মানুষ হতে পার।

(সূরা আল বাকারাহ/২ : ১৮৩)

তথ্য-২.২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে কেসাসের বিধান বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হলো।

(সূরা আল বাকারাহ/২ : ১৭৮)

তথ্য-২.৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(সূরা আল জুমু'য়া/৬২ : ৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তিনখানিসহ আরো অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে মদিনায়। তাই যেসকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাক্কী জীবনে বা ঐসব আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এন্তেকাল করেছেন তারা আয়াতসমূহে আদেশকৃত আ'মল পালন করতে পারেননি। কিন্তু তাদেরকে এ জন্যে পাকড়াও করা হবে না। কারণ, তারা ঐ সকল আয়াতে বলা আ'মলগুলোর কথা জানতেন না।

একথাটি আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অনুবাদ : আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতোক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(সূরা বনী ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ : আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতোক্ষণ না কোনো উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(সূরা আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না।

(সূরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা: আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়- নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে তথা মুসলিম পরিবারের নিরক্ষর মু'মিন বা অমুসলিম পরিবারের গোপন মু'মিন কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি জানতে পারেনি, কুরআন অনুযায়ী সেটি পালন করা তার ঈমানের দাবির বাইরে থাকবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- 'যে পরিমাণ আ'মল পালন করলে মু'মিনের ঈমানের দাবি পূরণ হবে' বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

তবে কুরআন সুন্নাহর বিষয়গুলো যেন কোনো মানুষের অজানা না থাকে সেজন্য মহান আল্লাহ যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তা হলো-

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে তাঁর প্রথম নির্দেশ তথা সবচেয়ে বড় কল্যাণর কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

২. কুরআনের জ্ঞান না থাকাকে সবচেয়ে বড় অন্যায়মূলক কাজ বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

৩. দাওয়াতী কাজ তথা জানা বিষয় অপরকে জানানো মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক করছেন।

ঈমান আনা, ঈমানের পরিধি ও মান বাড়ানো এবং আ'মলের সম্পর্কের চলমানচিত্র

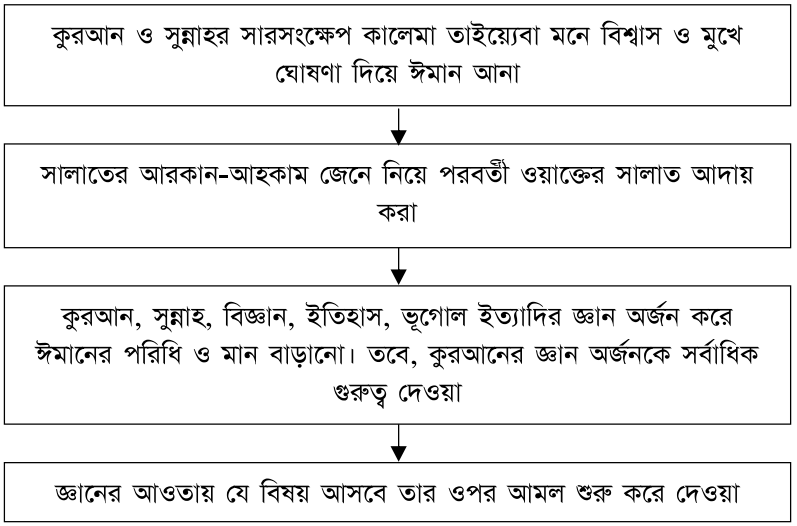

মানের ভিত্তিতে মু'মিনের প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ ও তার পর্যালোচনা

মানের ঊর্ধ্বগতির ভিত্তিতে মু'মিনের প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ

মানের ঊর্ধ্বগতির ভিত্তিতে মু'মিনের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত শ্রেণিবিভাগটি হলো-

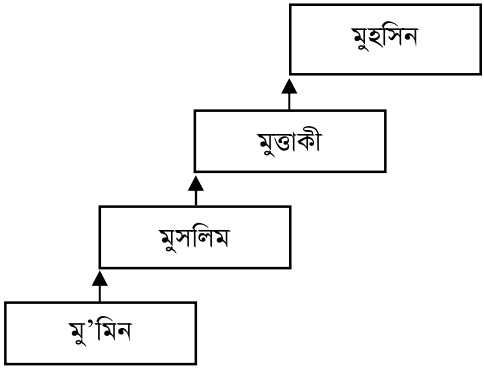

এ শ্রেণিবিভাগের পর্যালোচনা

'তাকওয়া' শব্দটির প্রচলিত অনুবাদ হলো আল্লাহ-ভীতি। 'মুত্তাকী' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হলো- আল্লাহর ভয় থাকা ব্যক্তি। আল্লাহ-ভীতি থাকা মানুষ ততোটুকু আল্লাহ তা'য়ালাকে মেনে চলবে যতোটুকু না মানলে সে পাকড়াও হবে। অন্যদিকে, আল্লাহর ভালোবাসা থাকা মানুষ আল্লাহর জন্য জীবন দিয়ে দেবে। কিন্তু 'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দ দু'টির প্রচলিত অর্থে আল্লাহর ভালোবাসার দিকটি উপস্থিত নেই। তাই, 'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দ দু'টির প্রচলিত অর্থে বিরাট দুর্বলতা আছে।

'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দের প্রকৃত অর্থ

'তাকওয়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো- আল্লাহ-সচেতনতা। আর 'মুত্তাকী' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি। স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তি বলতে বুঝায়- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা ও মানা ব্যক্তি। তাই, আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি (মুত্তাকী) বলতে বুঝাবে- আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, আদেশ, নিষেধ, প্রদত্ত তথ্য ইত্যাদি) জানা ও মানা ব্যক্তি।

আল্লাহ প্রদত্ত অনেক তথ্য (সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো) পৃথিবীর সকল মানুষ জানে ও মানে। এর কারণ হলো- ঐ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'য়ালা নিজে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে **প্রথমে** সকল রুহকে শিখিয়েছেন। **অতঃপর** তা- 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে সকল ভ্রুণের ব্রেইনে জ্ঞানের মাইক্রো চিপস্ হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন।

তাই, 'তাকওয়া' তথা 'আল্লাহ-সচেতনতা' পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে কম-বেশি আছে। পৃথিবীর সকল মানুষ মুত্তাকী তথা আল্লাহ-সচেতন। তবে তাদের তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতার মানের মধ্যে পার্থক্য আছে।

এ তথ্যটিই আল্লাহ তা'য়ালা পরে আসা আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

অনুবাদ : হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-সচেতন (অধিক তাকওয়ার অধিকারী)।

(সূরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়- পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্য কিছু না কিছু 'তাকওয়া' তথা 'আল্লাহ- সচেতনতা' আছে। তবে তার মাত্রা বিভিন্ন।

*তাকওয়া মানে সচেতনতা। তাত্তাকুল্লাহ মানে আল্লাহ-সচেতনতা। এরকম হবে কি না?

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ধারণকারী 'তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' নামক বই শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

মু'মিনের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ

এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকাণ থেকে মু'মিনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করবো।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিগুলো হলো-

১. ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ-

- প্রকাশ্য মু'মিন
- গোপন মু'মিন

২. আ'মলনামায় গুনাহ্ থাকা না থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ-

- নেক্কার মু'মিন
- গুনাহগার মু'মিন

৩. নেক্কার মু'মিনের শ্রেণিবিভাগ-

- মুসলিম
- মুহসিন

৪. গুনাহগার মু'মিনের শ্রেণিবিভাগ-

- ছগীরা গুনাহগার মু'মিন
- মধ্যম গুনাহগার মু'মিন
- সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন
- কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার মু'মিন

বিভিন্ন বিভাগের মু'মিন সম্পর্কে কিছু তথ্য

প্রকাশ্য মু'মিন

যে মু'মিন প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়। সাধারণত মুসলিম ঘরে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিগণ এ বিভাগে থাকে।

গোপন মু'মিন

যে মু'মিন প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় না। সাধারণত অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিগণ এ বিভাগে থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) জন্য মুখে ঘোষণা দেয় না।
- ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ইসলামের কিছু আ'মল প্রকাশ্যে করতে পারে না।
- গোপনে ইসলামের অনেক আ'মল পালন করে।

গোপন মু'মিন থাকার প্রমাণ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ

অনুবাদ : ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো- তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে- আমার প্রতিপালক আল্লাহ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে?

(সূরা আল মু'মিন/৪০ : ২৮)

নেক্‌কার মু'মিন

যে মু'মিন জীবনে গুনাহ করেনি বা বর্তমানে যার আ'মলনামায় কোনো গুনাহ উপস্থিত নেই (তাওবার মাধ্যমে মাফ করে নিয়েছে)।

মুসলিম

মুসলিম হলো নেককার মু'মিনের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তি।

মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার উপায়সমূহ :

১. নিষ্ঠার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরে থেকে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে সকল আমল পালন করা।

২. নিষ্ঠার গ্রহণযোগ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে থেকে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে এক বা একাধিক আমল পালন করা এবং সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ এক বা একাধিক আমল ছেড়ে দেওয়া।

মুহসিন

মুহসিন হলো নেককার মু'মিনের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি।

মুহসিন বলে গণ্য হওয়ার উপায় :

১. কবুল হওয়ার শর্তগুলো মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে পূরণ করে সকল আমলে সালেহ পালন করা।

২. মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে এক বা একাধিক আমলে সালেহ পালন করা এবং মুসলিমের চেয়ে কম সংখ্যক আ'মল সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দেওয়া।

গুনাহগার মু'মিন

ছগীরা গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের আমলনামায় বর্তমানে শুধু ছগীরা (ছোট) গুনাহ উপস্থিত আছে।

মধ্যম গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের আমলনামায় বর্তমানে শুধু মধ্যম অথবা মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ উপস্থিত আছে।

সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের আমলনামায় বর্তমানে শুধু সাধারণ কবীরা অথবা সাধারণ কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ উপস্থিত আছে।

কুফরীর গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের আমলনামায় বর্তমানে শুধু কুফরী কবীরা অথবা কুফরী কবীরা, সাধারণ কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ উপস্থিত আছে।

মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য

প্রচলিত ধারণা

বর্তমান অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম এবং অনেক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হলো- মু'মিন।

প্রকৃত তথ্য

Common sense

মু'মিন হলো সে ব্যক্তি, যে শুধু মনে ঈমান এনেছে। মুসলিম হলো সেই মু'মিন, যার আমলনামায় নেকী আছে, কিন্তু গুনাহ নেই। তাই, Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়, মুসলিমের মর্যাদা মু'মিনের চেয়ে বেশি।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- মুসলিমের মর্যাদা মু'মিনের চেয়ে বেশি।

আল কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! (হে মু'মিনগণ!) তোমরা যথাযথ মানের আল্লাহ-সচেতন হও এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে (মুসলিম বলে গণ্য হওয়া মানের আল্লাহ-সচেতন না হয়ে) মৃত্যুবরণ করো না।

(সূরা আলে-ইমরান/৩ : ১০২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মু'মিনদের মুসলিম মানের আল্লাহ- সচেতন না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, মুসলিম হলো- সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন। এর চেয়ে নিম্ন স্তরের মু'মিন (গুনাহগার মু'মিন)

হয়ে মৃত্যুবরণ করলে পরকালে অসুবিধায় পড়তে হবে। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- মু'মিনের চেয়ে মুসলিমের মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ মু'মিনের চেয়ে মুসলিম আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- মু'মিনের চেয়ে মুসলিমের মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ মু'মিনের চেয়ে মুসলিম আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্যের বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার মূল উৎস ও তার পর্যালোচনা

মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে কে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় এ বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার প্রধান কারণ হলো এ আয়াতখানির অসতর্ক অনুবাদ-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ

অনুবাদ : ('আসলামনা' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে): মরুবাসীরা বলে- আমরা ঈমান আনলাম; বলো- তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো- 'আসলামনা'। কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি।

(সূরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৪)

আয়াতখানির অসতর্ক অনুবাদ ও তার পর্যালোচনা

কিছু অনুবাদক অসতর্কভাবে 'আসলামনা' শব্দটির অনুবাদ করেছেন- 'আমরা মুসলিম হয়েছি'। শব্দটির এ অর্থ ধরলে আয়াতখানির অনুবাদ দাঁড়ায়- 'মরুবাসীরা বলে- আমরা ঈমান আনলাম; বলো- তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো- আমরা মুসলিম হয়েছি; কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি'।

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির এ অনুবাদ থেকে জানা যায়, ঈমান না এনেও 'মুসলিম' খেতাব পাওয়া যায়। তাই, মুসলিমের চেয়ে মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। কিন্তু, 'আসলামনা' শব্দটির অনুবাদ 'আমরা মুসলিম হয়েছি' গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এ অনুবাদ সঠিক হলে আয়াতখানি থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে, তা পূর্বে আলোচনাকৃত সূরা আলে-ইমরানের ১০২ নং আয়াতের তথ্যের সরাসরি বিরুদ্ধ হয়।

'আসলামনা' শব্দটির অর্থ- 'আমরা মুসলিম হয়েছি' গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, এ অর্থ ধরলে আয়াতখানি থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা-

- ওপরে উল্লেখিত সূরা আলে-ইমরানের ১০২ নং আয়াতের সরাসরি বিরুদ্ধ।
- আল কুরআনের আরো অনেক আয়াত (সূরা আল বাকারাহ/২ : ১২৮, ১৩২, সূরা আলে ইমরান/৩ : ৬৭, সূরা আল হাজ্জ/২২ : ৭৮ ইত্যাদি) থেকে সহজে বুঝা যায় যে, প্রকৃত মুসলিম হতে হলে আগে তার প্রকৃত ঈমান থাকতে হবে।

আয়াতখানির সঠিক অনুবাদ

মরুবাসীরা বলে- আমরা ঈমান আনলাম; বলো- তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো- 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি।

এ অনুবাদের পর্যালোচনা: 'আসলামনা' শব্দের একটি অর্থ হলো-'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি'। শব্দটির এ অর্থটি নিলে আয়াতখানির বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসা তথ্য অন্য কোনো আয়াতের বিরোধী হয় না। অন্যদিকে, তা বাস্তবতা ও আয়াতখানির শানে নুযুলের সাথেও মিলে যায়। যেকোনো মতবাদের প্রসারের সময় ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য সুবিধাবাদী অনেক মানুষ ঐ মতবাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। একইভাবে ইসলামের প্রসারের সময় কিছু মরুবাসী, ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য মনে ঈমান না এনে শুধু মুখে ঈমানের ঘোষণা দিচ্ছিলো। ঐ ধরনের মরুবাসীদের উদ্দেশ্য করেই এ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে- তারা প্রকৃতভাবে ঈমান আনেনি। বরং তারা ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য বশ্যতা স্বীকার করেছে।

গুনাহ্ করার সাথে ঈমানের দুর্বলতার মাত্রার সম্পর্ক

গুনাহর সংজ্ঞা

সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সহকারে নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ্ বলে।

আর ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার ওপর নির্ভর করে ঈমানের দুর্বলতার মাত্রা। যার ওজর থাকে, তার অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাও থাকে। আর যার ওজর থাকে না, তার অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাও থাকে না।

নিষিদ্ধ কাজ বা গুনাহ করা ঈমানের দাবির বিপরীত কাজ। তাই, যে নিষিদ্ধ কাজ করে তার ঈমানে দুর্বলতা আছে। আর তাই, নিষিদ্ধ কাজ বা গুনাহর ধরন এবং ওজরের মাত্রার ভিত্তিতে ঈমানের দুর্বলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় নিম্নরূপে-

বড় নিষিদ্ধ কাজ বা কবিরা গুনাহর ক্ষেত্রে

১. জীবন বাঁচানোর ওজরসহ **কবিরা গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান দৃঢ়।
২. প্রায় জীবন বাঁচানোর ওজরসহ **কবিরা গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান সামান্য দুর্বল।
৩. মধ্যম (৫০%) গুরুত্বের ওজরসহ **কবিরা গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান মধ্যম মানের দুর্বল।
৪. প্রায় না থাকারমত ওজরসহ **কবিরা গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান ভীষণ (প্রায় ঈমান না থাকার মতো) দুর্বল।
৫. ইচ্ছাকরে বা খুশিমনে তথা ওজরবিহীনভাবে **কবিরা গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান নেই।

ছোট নিষিদ্ধ কাজ বা ছগীরাহ গুনাহ

১. সামান্য ওজরসহ **ছগীরাহ গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান দৃঢ়।
২. ইচ্ছাকরে বা খুশিমনে তথা ওজরবিহীনভাবে **ছগীরাহ গুনাহকারী** মু'মিনের ঈমান নেই।

কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি মনে ঈমান আনেনি তথা কালিমা তায়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেনি তাকে কাফির বলে।

শ্রেণিবিভাগ

১. প্রকাশ্য কাফির
   - প্রকাশ্য সাধারণ কাফির
   - প্রকাশ্য তাগুত কাফির
২. গোপন কাফির বা মুনাফিক

প্রকাশ্য সাধারণ কাফির

যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা কালিমা তাইয়েবায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু, অন্য কেউ ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে চাইলে

তাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধাও আসে না। এরা প্রকাশ্য সাধারণ কাফিরের দলভূক্ত। এ সকল কাফেররা ইসলামের জন্য কম ক্ষতিকর।

প্রকাশ্য তাগুত কাফির

যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা কালিমা তাইয়েবায় বিশ্বাস করে না। শুধু তাই নয় মুসলমানগণ যাতে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয় বা ইসলাম সিদ্ধ কাজ করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এ সকল প্রকাশ্য তাগুত কাফিকদের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ে।

গোপন কাফির বা মুনাফিক

যারা মুখে তথা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়, কিন্তু মনে ঈমান আনে না। এরা প্রকাশ্যে লোক দেখানোর জন্যে কিছু আমলে সালেহ করে, কিন্তু গোপনে ঈমানের দাবি বিরোধী অনেক কথা বলে বা কাজ করে। এরা গোপন কাফির বা মুনাফিক এর দলভূক্ত। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এরাই বেশি মারাত্মক। কারণ, এরা মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে গোপনে ক্ষতি করে।

গুনাহগার মু'মিন ও কাফিরদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

ক. গুনাহগার মু'মিনদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

আল্লাহ তা'য়ালা জানেন মানুষ গুনাহ করবে। তাই তিনি গুনাহ মাফ পাওয়ার অপূর্ব ব্যবস্থা রেখেছেন। গুনাহ মাফ পাওয়ার সে ব্যবস্থাগুলো হলো- তওবা, নেক আ'মল, দোয়া ও শাফায়াত। নেক আ'মলের মাধ্যমে শুধু ছোট বা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। আর তওবার মাধ্যমে শুধুমাত্র কবীরা গুনাহ মাফ হয়।

তাই, গুনাহ করার পর তাওবার মাধ্যমে গুনাহগার মু'মিনের নেককার মু'মিনে রূপান্তরিত হওয়ার বিরাট সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা রেখেছেন। তবে, সে তওবা করতে হবে গুনাহ করার সাথে সাথে অথবা মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে। অর্থাৎ গুনাহ করার সুযোগ আসলেও তাওবার কথা স্মরণ করে স্বজ্ঞানে সচেতনভাবে গুনাহ থেকে দূরে থেকে নেক আমল করার সক্ষমতা ঐ ব্যক্তির থাকতে হবে।

খ. কাফিরদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

একজন কাফির যদি খালিস নিয়তে ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমলে সালেহ শুরু করে, তবে তার অতীতের গুনাহ মাফ

হয়ে যায় এবং সে নেককার মু'মিন বলে গণ্য হয়। তবে, সে ঈমান মৃত্যুর অন্তত এতটুকু সময় পূর্বে আনতে হবে যখন স্বজ্ঞানে তথা বুঝে-শুনে ঈমান আনা এবং স্বজ্ঞানে ও স্বক্ষমতায় একটি আমলে সালেহ করার অবস্থা তার থাকে।

ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যাবে

Common sense

ঈমান মনের বিষয়। আর আমল হলো- মনে থাকা ঈমানের প্রমাণ। তাই, ঈমান আনা ব্যক্তি ঈমানের দাবিকৃত আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই, কালিমার দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা ইসলাম সিদ্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাই, ঈমানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট কারার মাধ্যমে মানুষের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

- ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।
- ঈমানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট কারার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

অনুবাদ: দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই, অবশ্যই সত্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যে থেকে।

(সূরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির 'দ্বীন তথা ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই' অংশের শিক্ষা হলো- ঈমান গ্রহণ ও ইসলাম শেখানোর ব্যাপরে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। আর এর কারণ হলো- জবরদস্তি করে ঈমান গ্রহণ করালে ঈমানের দাবিকৃত আমল বাস্তবে প্রয়োগ হয় না।

আর আয়াতখানির 'অবশ্যই সত্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যে থেকে' অংশের শিক্ষা হলো- কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানকে মিথ্যে জ্ঞান থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

আয়াতখানির সামগ্রিক শিক্ষা হলো-

১. ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই।

২. ঈমানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

তথ্য-২

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অনুবাদ : তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে তারা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত!

(সূরা ইউনুস/১০ : ৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতেও রাসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে সকল মুসলিমকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করার অনুমতি ইসলামে নেই।

তথ্য-৩

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ .

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো, তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া ; কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহিলী মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি।

(সূরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলীভাবে চলার অর্থ হলো- Common sense/যুক্তি ব্যবহার না করে চলা। তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী, Common sense/যুক্তি কাজে লাগানো ঈমান আনার ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৪

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِه

ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ

অনুবাদ: তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো **'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য'** আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো **'অতীন্দ্রিয়'**; অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অর্ন্তনিহিত অর্থ বের করার জন্য; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অর্ন্তনিহিত অর্থ জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা এটা (অতীন্দ্রিয় আয়াত) বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত।

(সূরা আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : অতীন্দ্রিয় আয়াত হলো সে সব আয়াত, যার বক্তব্যের প্রকৃত অবস্থা মানুষের ষষ্ঠেন্দ্রিয় তথা যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। আল কুরআনে উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্র কয়েকটি। যেমন- জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আরশ, হুর, গেলমান ইত্যাদি। আয়াতখানি অনুযায়ী, কুরআন তথা ইসলামে যুক্তির বাইরের বিষয় মাত্র কয়েকটি।

আর আয়াতখানির 'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা অতীন্দ্রিয় আয়াত বিশ্বাস করি। কারণ, এসবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত' অংশের মাধ্যমে- অতীন্দ্রিয় আয়াতের বক্তব্য মেনে নেওয়ার বিষয়ে একটি শক্তিশালী যুক্তি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তিটি হলো- আল কুরআনের অল্প কয়েকটি বাদে সকল আয়াত যখন যৌক্তিক, তখন ঐ অল্প কয়েকটি আয়াতও যৌক্তিক।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, 'ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যাবে' ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

- ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।
- ঈমানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট কারার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ উমামা (রা.) বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো- ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন- যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো- হে রাসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- **যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে** দেবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা : মন আনন্দ পায় যৌক্তিক বিষয়ে। মন কষ্ট পায় অযৌক্তিক বিষয়ে। হাদীসখানির ভিত্তিতে তাই বলা যায়- অযৌক্তিক বিষয়, কাজ ও কর্মপদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ।

ঈমান ও আ'মলের ওপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেণিবিভক্তির চিত্ররূপ

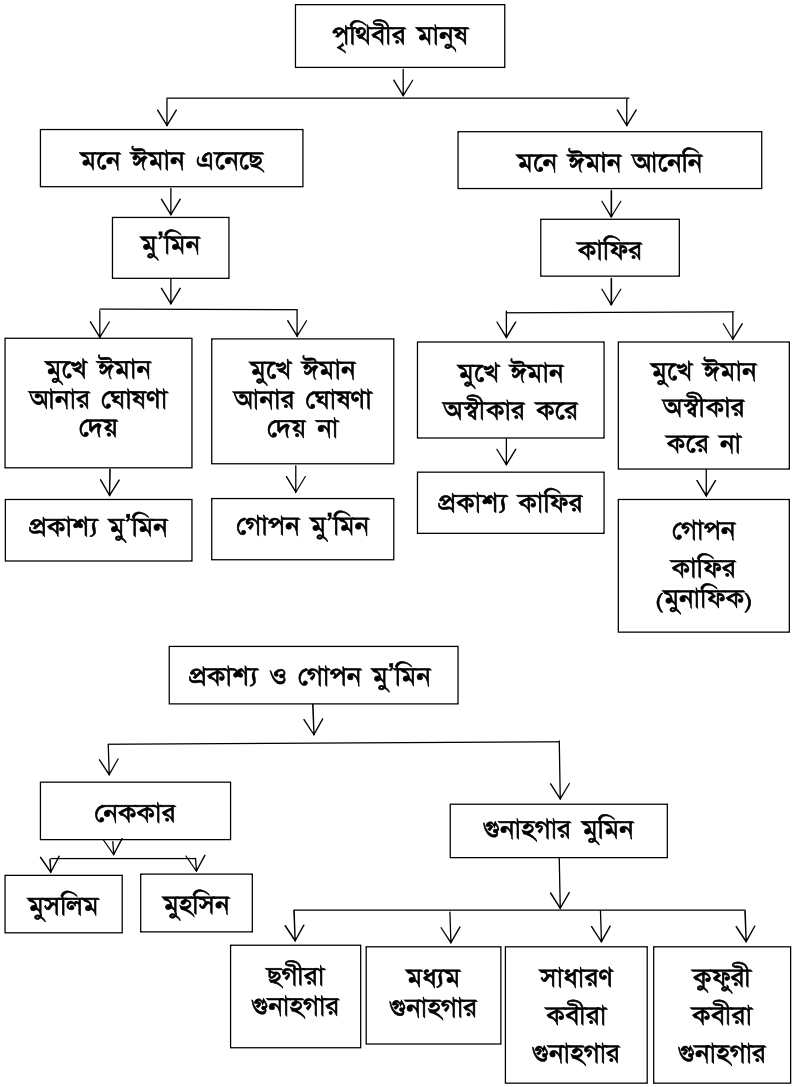

পৃথিবীর যে কোনো মানুষ, জীবনের যে কোনো সময় এ শ্রেণিবিভক্তির কোনো একটি স্থানে অবস্থান করবে।

শেষ কথা

ঈমান, আ'মল, ওজর, অনুশোচনা, উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে পুস্তিকায় উল্লেখিত কুরআন, হাদীস সমর্থিত ও সহজ বোধগম্য তথ্যসমূহ বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। এর ফলস্বরূপ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সওয়াব, গুনাহ, তাওবা, মু'মিন, মুসলিম, ফাসিক, কাফির, ঈমান থাকলে পরকালে বেহেশত পাওয়া না পাওয়া, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে বেহেশত পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা রকম জাতি বিধ্বংসী ধারণা বিদ্যমান। আশা করি পুস্তিকাটি ঐ সকল বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ দূর করে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense -এর আলোকে প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে আগ্রহী বিবেকসম্পন্ন মুসলমানদের উপকারে আসবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে ইসলামকে জানা, বুঝা ও আ'মল করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালে শান্তিতে থাকার তৌফিক দান করুন।

আমিন!

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?

১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা

৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?

৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)

২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)

৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)

৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান :

❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮

❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন** রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮

- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২